# সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭

১৮৯৭-এর ১০ নং আইন

ধারাসমূহের বিন্যাস

## উপক্রমণিকা

### ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত নাম।

২। [ নিরসিত। ]

### সাধারণ সংজ্ঞার্থ

৩। সংজ্ঞার্থ।

৪। পূর্বের অধিনিয়মসমূহের পূর্বগামী সংজ্ঞার্থসমূহের প্রয়োগ।

৪ক। ভারতীয় বিধিসমূহের প্রতি কোন কোন সংজ্ঞার্থে প্রয়োগ।

### অথান্বয়নের সাধারণ নিয়মাবলী

৫। অধিনিয়মের ক্রিয়াশীল হওয়া।

৫ক। [ নিরসিত। ]

৬। নিরসনের ফল।

৬ক। আইন বা প্রনিয়মে পাঠগত সংশোধন করিবার আইনের নিরসন।

৭। নিরসিত অধিনিয়ম পুনরুজ্জীবিতকরণ।

৮। নিরসিত অধিনিয়মের উল্লেখের অর্থান্বয়ন।

৯। সময়ের প্রারম্ভ ও অবসান।

১০। সময়ের সংগণনা।

১১। দূরত্বের পরিমাপন।

১২। অধিনিয়মের শুল্ক আনুপাতিক বলিয়া ধর্তব্য।

১৩। লিঙ্গ ও বচন।

১৩ক। [ নিরসিত। ]

### ক্ষমতাসমূহ ও কৃত্যনির্বাহিগণ

১৪। প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ সময়ে সময়ে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১৫। নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পদাধিকার নিযুক্তির ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৬। নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নিলম্বিত বা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৭। কৃত্যনির্বাহিগণের প্রতিস্থাপন।

১৮। উত্তরবর্তিগণ।

১৯। করণের প্রধান ও অধস্তন।

## অধিনিয়মের অধীনে প্রণীত আদেশ, নিয়ম, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান

২০। অধিনিয়মের অধীনে নির্গমিত প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদির অর্থাধ্বয়ন।

২১। প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নিয়ম বা উপবিধি নির্গমিত করিবার ক্ষমতা উহাতে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন করিবার বা উহা প্রত্যাহরণ করিবার ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

২২। অধিনিয়ম গৃহীত হওয়া ও উহার প্রারম্ভ হওয়ার মধ্যে নিয়ম বা উপবিধির প্রণয়ন এবং আদেশের নির্গমন।

২৩। পূর্ব-প্রকাশনান্তর নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়নে প্রযোজ্য বিধানসমূহ।

২৪। নিরসিত ও পুনর্বিধিবদ্ধ অধিনিয়ম অনুযায়ী প্রচারিত আদেশ, ইত্যাদির চালু থাকিয়া যাওয়া।

## বিবিধ

২৫। জরিমানা আদায়।

২৬। দুই বা ততোধিক অধিনিয়ম অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে বিধান।

২৭। ডাকযোগে জারিকরণের অর্থ।

২৮। অধিনিয়মের প্রোদ্ভূতি।

২৯। পূর্ববর্তী অধিনিয়ম, নিয়ম ও উপবিধির ব্যাবৃত্তি।

৩০। অধ্যাদেশসমূহে আইনের প্রয়োগ।

৩০ক। [ নিরসিত। ]

৩১। [ নিরসিত। ]

তফসিল—[ নিরসিত। ]

# সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭

( ১৮৯৭-এর ১০ নং আইন )

[ ১লা নভেম্বর, ১৯৯১ তারিখে যথা-বিদ্যমান ]

[ ১১ মার্চ, ১৮৯৭ ]

**১৮৬৮ ও ১৮৮৭-র সাধারণ প্রকরণ আইনসমূহ একীকৃত ও প্রসারিত করণার্থ আইন।**

১৮৬৮-র ১।
১৮৮৭-র ১।

যেহেতু ১৮৬৮ ও ১৮৮৭-র সাধারণ প্রকরণ আইনসমূহ একীভূত ও প্রসারিত করা সঙ্গত ; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

## উপক্রমণিকা

সংক্ষিপ্ত নাম।

১। (১) এই আইন সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) [ নিরসিত। ]

২। [ নিরসিত। ]

## সাধারণ সংজ্ঞার্থ

সংজ্ঞার্থ।

৩। এই আইনে, এবং এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইন ও প্রনিয়মে, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কোনকিছু না থাকিলে,—

(১) "অপসহায়তা করা"—এর ব্যাকরণগত রূপান্তরসমূহ ও সমোদ্ভব কথাগুলি সহ সেই অর্থই থাকিবে উহার যে অর্থ ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় আছে ; ১৮৬০-এর ৪৫।

(২) "কার্য", কোন অপরাধ বা কোন দেওয়ানী অন্যায় সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে, কোন কার্যমালাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং যে সকল শব্দ কৃত কার্যসমূহকে নির্দেশ করে, সেই সকল শব্দ অবৈধ অকৃতিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে ;

(৩) "শপথপত্র", যে ব্যক্তিগণ শপথ করিবার পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা বা ঘোষণা করিতে বিধিদ্বারা অনুমত, সেই ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে, প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৪) "ব্যারিস্টার" বলিতে ইংল্যাণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডের কোন ব্যারিস্টারকে, অথবা স্কটল্যাণ্ডে অ্যাডভোকেট ফ্যাকালটির কোন সদস্যকে বুঝাইবে ;

(৫) "বৃটিশ ভারত" বলিতে, ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ভাগ ৩-এর প্রারম্ভের পূর্ববর্তী সময়সীমা সম্পর্কে, বুঝাইবে সম্রাটের ডোমিনিয়নসমূহের অন্তর্গত সকল রাজ্যক্ষেত্র ও স্থান, যেগুলি তৎসময়ে সম্রাট কর্তৃক ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে বা কোন গভর্ণরের বা ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের অধীনস্থ কোন আধিকারিকের মাধ্যমে শাসিত হইত, এবং ঐ তারিখের পরবর্তী ও ভারত ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠার তারিখের পূর্ববর্তী কোন সময়-সীমা সম্পর্কে, বুঝাইবে তৎসময়ে গভর্ণরগণের প্রদেশসমূহের ও মুখ্য কমিশনারগণের প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজ্যক্ষেত্র, কেবল এই ব্যতিরেকে যে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ভাগ-৩-এর প্রারম্ভের পূর্বে গৃহীত বা প্রণীত কোন ভারতীয় বিধিতে বৃটিশ ভারতের কোন উল্লেখ বেরারের কোন উল্লেখকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না ;

(৬) "বৃটিশ অধিকৃত স্থান" বলিতে, যুক্তরাজ্য বাদে, সম্রাজ্ঞীর ডোমিনিয়নসমূহের যেকোন অংশ বুঝাইবে, এবং যেক্ষেত্রে ঐ ডোমিনিয়নসমূহের অংশসমূহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় বিধানমণ্ডলের অধীন, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের অধীন সকল অংশই, এই সংজ্ঞার্থের প্রয়োজনার্থে, একই বৃটিশ অধিকৃত স্থান বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৭) "কেন্দ্রীয় আইন" বলিতে সংসদের কোন আইন বুঝাইবে, এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(ক) সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে গৃহীত, ডোমিনিয়ন বিধানমণ্ডলের অথবা ভারতীয় বিধানমণ্ডলের কোন আইনকে, এবং

(খ) ঐরূপ প্রারম্ভের পূর্বে সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক বা গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক বিধানিক ক্ষমতায় কার্য সম্পাদনক্রমে প্রণীত কোন আইনকে ;

(৮) "কেন্দ্রীয় সরকার" বলিতে,—

(ক) সংবিধানের প্রা র পূর্বে কৃত কোন কার্য সম্পর্কে, গভর্ণর-জেনারেলকে বা, স্থলবিশেষে, সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে বুঝাইবে ; এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে,—

(i) ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ১২৪ ধারার

(১) উপধারা অনুযায়ী কোন প্রদেশের সরকারের উপর ন্যস্ত কৃত্যসমূহ সম্পর্কে, প্রাদেশিক সরকারকে, যিনি ঐ উপধারা অনুযায়ী তাঁহাকে প্রদত্ত প্রাধিকারের পরিধির মধ্যে কার্যরত ; এবং

(ii) কোন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশের প্রশাসন সম্পর্কে, মুখ্য কমিশনারকে, যিনি উক্ত আইনের ৯৪ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী তাঁহাকে প্রদত্ত প্রাধিকারের পরিধির মধ্যে কার্যরত ; এবং

(খ) সংবিধানের প্রারম্ভের পরে কৃত বা করণীয় কোন কার্য সম্পর্কে, রাষ্ট্রপতিকে বুঝাইবে ; এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে,—

(i) সংবিধানের ২৫৮ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণ অনুযায়ী কোন রাজ্যের সরকারের উপর ন্যস্ত কৃত্যসমূহ সম্পর্কে, ঐ রাজ্য সরকারকে, যিনি ঐ প্রকরণ অনুযায়ী তাঁহাকে প্রদত্ত প্রাধিকারের পরিধির মধ্যে কার্যরত ;

(ii) সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের পূর্বে কোন ভাগ গ রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কে, মুখ্য কমিশনারকে বা উপ-রাজ্যপালকে বা প্রতিবেশী রাজ্যের সরকার বা অন্য প্রাধিকারীকে, যিনি সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ বা, স্থলবিশেষে, ২৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁহাকে প্রদত্ত প্রাধিকারের পরিধির মধ্যে কার্যরত ; এবং

(iii) কোন সঙ্ঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসন সম্পর্কে, উহার প্রশাসককে, যিনি সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁহাকে প্রদত্ত প্রাধিকারের পরিধির মধ্যে কার্যরত ;

(৯) "অধ্যায়" বলিতে যে আইনে বা প্রনিয়মে ঐ শব্দ থাকে তাহার কোন অধ্যায় বুঝাইবে ;

(১০) "মুখ্য নিয়ন্ত্রক রাজস্ব প্রাধিকারী" বা "মুখ্য রাজস্ব প্রাধিকারী" বলিতে বুঝাইবে—

(ক) যে রাজ্যে কোন রাজস্ব পর্ষৎ আছে সেই রাজ্যে, ঐ পর্ষৎ ;

(খ) যে রাজ্যে কোন রাজস্ব কমিশনার আছেন সেই রাজ্যে, ঐ কমিশনারকে ;

(গ) পাঞ্জাবে, অর্থ-কমিশনারকে ; এবং

(ঘ) অন্যত্র, এরূপ প্রাধিকারীকে, যাঁহাকে, সংবিধানের সপ্তম তফসিলের সূচী ১-এ প্রগণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার, এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিযুক্ত করিবেন।

(১১) "কালেক্টর" বলিতে কোন প্রেসিডেন্সী নগরে, কলিকাতা বা, স্থলবিশেষে, মাদ্রাজ বা বোম্বাই-এর কালেক্টরকে এবং অন্যত্র কোন জেলার রাজস্ব-প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য আধিকারিককে বুঝাইবে ;

(১২) "উপনিবেশ" বলিতে—

(ক) ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ভাগ ৩-এর প্রারম্ভের পর গৃহীত যেকোন কেন্দ্রীয় আইনে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নসমূহ (এবং এই ডোমিনিয়নসমূহের প্রতিষ্ঠার পূর্বে, বৃটিশ ভারত), স্ট্যাট্যুট অব ওয়েস্টমিনিস্টার, ১৯৩১-এ যথা-পরিভাষিত কোন ডোমিনিয়ন, উক্ত ডোমিনিয়নসমূহের যেকোনটির অংশীভূত কোন প্রদেশ বা রাজ্য এবং বৃটিশ বর্মা বাদে, সম্রাটের ডোমিনিয়নসমূহের যে কোন অংশ বুঝাইবে ; এবং

(খ) উক্ত আইনের ভাগ ৩-এর প্রারম্ভের পূর্বে গৃহীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও বৃটিশ ভারত বাদে, সম্রাটের ডোমিনিয়নসমূহের যে কোন অংশ বুঝাইবে ;

এবং এতদুভয়ের যেকোন ক্ষেত্রে, যেস্থলে ঐ ডোমিনিয়নসমূহের অংশসমূহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় বিধানমণ্ডলের অধীন, সেস্থলে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের অধীন সকল অংশই, এই সংজ্ঞার্থের প্রয়োজনার্থে, একই উপনিবেশ বলিয়া গণ্য হইবে ;

(১৩) "প্রারম্ভ", কোন আইন বা প্রনিয়ম সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে, যে দিন ঐ আইন বা প্রনিয়ম বলবৎ হইবে সেই দিন বুঝাইবে ;

(১৪) "কমিশনার" বলিতে কোন বিভাগের রাজস্ব-প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য আধিকারিককে বুঝাইবে ;

(১৫) "সংবিধান" বলিতে ভারতের সংবিধান বুঝাইবে ;

(১৬) "বাণিজ্যদূতিক আধিকারিক' মহাবাণিজ্যদূত, বাণিজ্য-দূত, উপবাণিজ্যদূত, বাণিজ্যদূতিক এজেন্ট ও সহ-বাণিজ্যদূতকে এবং মহাবাণিজ্যদূত, বাণিজ্যদূত, উপবাণিজ্যদূত বা বাণিজ্যদূতিক এজেন্টের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে তৎসময়ে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(১৭) "জেলা জজ" বলিতে আদিম ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন প্রধান দেওয়ানী আদালতের জজকে বুঝাইবে, কিন্তু উহা স্বীয় সাধারণ বা অসাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত কোন হাইকোর্টকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না ;

(১৮) "দস্তাবেজ" এরূপ কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা অক্ষর, অঙ্ক বা চিহ্নসমূহ দ্বারা বা ঐ উপায়গুলির মধ্যে একাধিক উপায় দ্বারা এরূপ কোন পদার্থের উপর লিখিত, অভিব্যক্ত বা বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ঐ বিষয় অভিলিখিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হইতে পারে ;

(১৯) "অধিনিয়ম" কোন প্রনিয়ম ( অতঃপর অত্র যথা— পরিভাষিত )-কে এবং বঙ্গীয়, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সংহিতার যেকোন প্রনিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং যেকোন আইনের বা যথাপূর্বোক্ত যেকোন প্রনিয়মের অন্তর্ভুক্ত যেকোন বিধানকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২০) "পিতা", যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিধি দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেয় তাহার ক্ষেত্রে, দত্তকগ্রাহী পিতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২১) "আর্থিক বৎসর" বলিতে এপ্রিলের পয়লা তারিখে প্রারভ্য বৎসর বুঝাইবে ;

(২২) কোন কার্য "সরল বিশ্বাস"-এ কৃত বলিয়া গণ্য হইবে, যেক্ষেত্রে উহা, অবহেলাপূর্বক কৃত হউক বা না হউক, বস্তুতঃ সততার সহিত কৃত হইয়া থাকে ;

(২৩) "সরকার" কেন্দ্রীয় সরকার ও কোন রাজ্য সরকার উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২৪) "সরকারী প্রতিভূতিসমূহ" বলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বা কোন রাজ্য সরকারের প্রতিভূতিসমূহ বুঝাইবে কিন্তু সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে প্রণীত কোন আইনে বা প্রনিয়মে উহা কোন ভাগ খ রাজ্যের সরকারের প্রতিভূতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না ;

(২৫) "হাইকোর্ট" দেওয়ানী কার্যবাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে, ভারতের যে অংশে ঐ কথা সংবলিত আইন বা প্রনিয়ম ক্রিয়াশীল, সেই অংশে সর্বোচ্চ দেওয়ানী আপীল (সুপ্রীম কোর্ট বাদে) আদালত বুঝাইবে ;

(২৬) "স্থাবর সম্পত্তি" ভূমি, ভূমি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে এরূপ হিত এবং ভূ-সম্বদ্ধ বস্তুসমূহকে অথবা ভূ-সম্বদ্ধ কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২৭) "কারবাস" বলিতে ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় যথাপরিভাষিত দুই প্রকারের যেকোন প্রকার কারাবাস বুঝাইবে ;

(২৮) 'ভারত" বলিতে বুঝাইবে,—

(ক) ভারত ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কোন সময়সীমা সম্পর্কে, বৃটিশ ভারত ও তৎসহ তৎকালে সম্রাটের মহাধিপত্যের অধীন ভারতীয় শাসকগণের সকল রাজ্যক্ষেত্র, ঐরূপ কোন ভারতীয় শাসকের মহাধিপত্যের অধীন সকল রাজ্যক্ষেত্র, এবং জনজাতি অঞ্চলসমূহ ;

(খ) ভারত ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ও সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্ববর্তী কোন সময়সীমা সম্পর্কে, তৎসময়ে ঐ ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজ্যক্ষেত্র ; এবং

(গ) সংবিধানের প্রারম্ভের পরবর্তী কোন সময়সীমা সম্পর্কে, তৎসময়ে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত সকল রাজ্যক্ষেত্রে ;

(২৯) "ভারতীয় বিধি" বলিতে এরূপ যেকোন আইন, অধ্যাদেশ, প্রনিয়ম, নিয়ম, আদেশ, উপবিধি বা অন্য সাধনপত্র বুঝাইবে যাহা সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারতের কোন প্রদেশে বা প্রদেশের কোন অংশে বিধিবৎ বলসম্পন্ন ছিল, অথবা যাহা তাহার পরে কোন ভাগ ক রাজ্যে বা ভাগ গ রাজ্যে বা উহার কোন অংশে বিধিবৎ বলসম্পন্ন রহিয়াছে, কিন্তু উহা যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কোন আইন অথবা ঐরূপ আইন অনুযায়ী প্রণীত কোন পরিষদীয় আদেশ, নিয়ম বা অন্য সাধনপত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে না ;

(৩০) "ভারতীয় রাজ্য" বলিতে, যে রাজ্যক্ষেত্রকে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ঐরূপ একটি রাজ্যরূপে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, তাহা কোন রাজা, এস্টেট বা জায়গীর অথবা অন্যথা যেরূপেই বর্ণিত হইয়া থাকুক, সেই রাজ্যক্ষেত্র বুঝাইবে ;

(৩১) "স্থানীয় প্রাধিকারী" বলিতে বুঝাইবে কোন পৌর কমিটি, জেলা পর্ষদ, বন্দর কমিশনারগণের নিকায় বা অন্য প্রাধিকারীকে, যিনি কোন পৌর বা স্থানীয় নিধির নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনে বৈধভাবে অধিকারী অথবা যাঁহার উপর ঐরূপ নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন সরকার কর্তৃক ন্যস্ত ;

(৩২) "ম্যাজিস্ট্রেট" তৎসময়ে বলবৎ ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা অনুযায়ী কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৩৩) "অধ্যক্ষ" কোন জাহাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে, (পাইলট বা পোতাশ্রয়—অধ্যক্ষ ব্যতীত) যে ব্যক্তি তৎসময়ে ঐ জাহাজের নিয়ন্ত্রণ করেন বা ভারপ্রাপ্ত হন, সেরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

(৩৪) "বিলয়িত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ" বলিতে সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহ বুঝাইবে যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহ ভারত শাসন আইন, ১৯২৫-এর ২৯০ ক ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশবলে সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে এরূপে প্রশাসিত হইতেছিল যেন ঐগুলি কোন রাজ্যপালের প্রদেশের অংশীভূত ছিল বা কোন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ ছিল ;

(৩৫) "মাস" বলিতে বৃটিশ পঞ্জী অনুসারে গণিত মাস বুঝাইবে ;

(৩৬) "অস্থাবর সম্পত্তি" বলিতে স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত প্রত্যেক প্রকারের সম্পত্তি বুঝাইবে ;

(৩৭) "শপথ", যে ব্যক্তিগণ শপথ করিবার পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা বা ঘোষণা করিতে বিধিদ্বারা অনুমত সেই ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে, প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৩৮) "অপরাধ" বলিতে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধিদ্বারা দণ্ডনীয় করা হইয়াছে এরূপ কোন কার্য বা অকৃতি বুঝাইবে ;

(৩৯) "সরকারী গেজেট" বা "গেজেট" বলিতে ভারতের গেজেট বা কোন রাজ্যের সরকারী গেজেট বুঝাইবে ;

(৪০) "ভাগ" বলিতে যে আইনে বা প্রনিয়মে ঐ শব্দ থাকে তাহার কোন ভাগ বুঝাইবে ;

(৪১) "ভাগ ক রাজ্য" বলিতে, সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬-র পূর্বে যথাবলবৎ সংবিধানের প্রথম তফসিলের ভাগ ক-এ তৎসময়ে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্য বুঝাইবে, "ভাগ ক রাজ্য" বলিতে, ঐ তফসিলের ভাগ খ-এ তৎসময়ে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্য বুঝাইবে এবং "ভাগ গ রাজ্য" বলিতে ঐ তফসিলের ভাগ গ-এ তৎসময়ে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্য অথবা সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তৎসময়ে প্রশাসিত কোন রাজ্যক্ষেত্র বুঝাইবে ;

(৪২) "ব্যক্তি" কোন কোম্পানি বা পরিমেল বা ব্যষ্টি-নিকায়কে, উহা নিগমিত হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৪৩) "রাজনীতিক এজেন্ট" বলিতে বুঝাইবে,—

(ক) ভারতের বহিঃস্থ কোন রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে, ঐরূপ রাজ্য-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী, যেকোনও নামে অভিহিত, প্রধান আধিকারিককে ; এবং

(খ) ভারতের অভ্যন্তরস্থ যে রাজ্যক্ষেত্রে ঐ কথা সংবলিত আইন বা প্রনিয়ম প্রসারিত নহে সেই রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে, ঐ আইন বা প্রনিয়ম অনুযায়ী রাজনীতিক এজেন্টের সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যেকোন আধিকারিককে ;

(৪৪) "প্রেসিডেন্সী নগর" বলিতে কলিকাতা বা, স্থলবিশেষে, মাদ্রাজ বা বোম্বাই-এর হাইকোর্টের সাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের তৎসময়ের স্থানীয় সীমাসমূহ বুঝাইবে ;

(৪৫) "প্রদেশ" বলিতে কোন প্রেসিডেন্সী, কোন রাজ্যপালের প্রদেশ, কোন উপ-রাজ্যপালের প্রদেশ বা কোন মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ বুঝাইবে ;

(৪৬) "প্রাদেশিক আইন" বলিতে, ভারতীয় পরিষদ আইন-সমূহের যেকোনটি অনুযায়ী বা ভারত শাসন আইন, ১৯১৫ অনুযায়ী, কোন প্রদেশের সপরিষদ রাজ্যপাল, সপরিষদ উপ-রাজ্যপাল বা সপরিষদ মুখ্য কমিশনার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন, অথবা ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কোন প্রদেশের স্থানীয় বিধানমণ্ডল বা রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত কোন আইন, অথবা ভারত শাসন আইন,

১৯৩৫ অনুযায়ী কোন প্রদেশের প্রাদেশিক বিধানমণ্ডল বা রাজ্যপাল অথবা কুর্গ বিধান পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বুঝাইবে ;

(৪৭) "প্রাদেশিক সরকার" বলিতে, সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কৃত কোন কার্য সম্পর্কে, সংশ্লিষ্ট প্রদেশে নির্বাহিক শাসন পরিচালনা করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখে প্রাধিকৃত প্রাধিকারীকে বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

(৪৮) "লোক-উৎপাত" বলিতে ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় যথাপরিভাবিত লোক-উৎপাত বুঝাইবে ; ১৮৬০-এর ৪৫ ।

(৪৯) "রেজিস্ট্রীকৃত", কোন দস্তাবেজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে, দস্তাবেজসমূহের রেজিস্ট্রীকরণের জন্য তৎসময়ে বলবৎ বিধি অনুযায়ী ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত বুঝাইবে ;

(৫০) "প্রনিয়ম" বলিতে সংবিধানের ২৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রনিয়ম বুঝাইবে এবং উহা সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রনিয়ম এবং ভারত শাসন আইন, ১৮৭০, অথবা ভারত শাসন আইন, ১৯১৫, ১৯১৯, অথবা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন প্রনিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৫১) "নিয়ম' বলিতে কোন অধিনিয়ম দ্বারা অর্পিত কোন ক্ষমতার প্রয়োগে প্রণীত কোন নিয়ম বুঝাইবে, এবং উহা কোন অধিনিয়ম অনুযায়ী নিয়মের রূপে প্রণীত কোন প্রনিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৫২) 'তপসিল' বলিতে যে আইন বা প্রনিয়মে ঐ শব্দ থাকে তাহার কোন তফসিল বুঝাইবে ;

(৫৩) "তফসিলি জেলা" বলিতে তফসিলি জেলা আইন, ১৮৭৪-এ যথাপরিভাষিত কোন তফসিলি জেলা বুঝাইবে ;

(৫৪) "ধারা" বলিতে যে আইনে বা প্রনিয়মে ঐ শব্দ থাকে তাহার কোন ধারা বুঝাইবে ;

(৫৫) "জাহাজ" নৌ-বহনে ব্যবহৃত এরূপ প্রত্যেক প্রকারের জলযানকে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা অনন্যভাবে দাঁড়-চালিত নহে ;

(৫৬) "স্বাক্ষর করা", উহার ব্যাকরণগত রূপান্তর ও সমোদ্ভব কথাগুলি সহ, যে ব্যক্তি তাহার নাম লিখিতে অসমর্থ তাহার সম্পর্কে, "চিহ্নিত করা" কে, উহার ব্যাকরণগত রূপান্তর ও সমোদ্ভব কথাগুলি সহ, অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৫৭) "পুত্র", যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিধি দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেয় তাহার ক্ষেত্রে, দত্তক পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৫৮) "রাজ্য" বলিতে,—

(ক) সংবিধান ( সপ্তম সংশোধন ) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের পূর্ববর্তী কোন সময়সীমা সম্পর্কে, কোন ভাগ ক রাজ্য, কোন ভাগ খ রাজ্য বা কোন ভাগ গ রাজ্য বুঝাইবে ; এবং

(খ) ঐরূপ প্রারম্ভের পরবর্তী কোন সময়সীমা সম্পর্কে, সংবিধানের প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্য বুঝাইবে এবং উহা কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৫৯) "রাজ্য আইন' বলিতে সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা চালু থাকিয়া যাওয়া কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল দ্বারা গৃহীত কোন আইন বুঝাইবে ;

(৬০) "রাজ্যসরকার" বলিতে,—

(ক) সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কৃত কোন কার্য সম্পর্কে, কোন ভাগ ক রাজ্যে, তৎস্থানী প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারকে, কোন ভাগ খ রাজ্যে, তৎস্থানী প্রবেশক রাজ্যে নির্বাহিক শাসন চালনা করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখে প্রাধিকৃত প্রাধিকারী বা ব্যক্তিকে এবং কোন ভাগ গ রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝাইবে ;

(খ) সংবিধানের প্রারম্ভের পরে এবং সংবিধান ( সপ্তম সংশোধন ) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের পূর্বে কৃত কোন কার্য সম্পর্কে, কোন ভাগ ক রাজ্যের রাজ্যপালকে, কোন ভাগ খ রাজ্যে রাজপ্রমুখকে এবং কোন ভাগ গ রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝাইবে ;

(গ) সংবিধান ( সপ্তম সংশোধন ) আইন, ১৯৫৬-র প্রারম্ভের পরে কৃত বা করণীয় কোন কার্য সম্পর্কে, কোন রাজ্যে রাজ্যপালকে, এবং কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝাইবে,

এবং উহা, সংবিধানের ২৫৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত কৃত্যসমূহ সম্পর্কে, ঐ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রাধিকারের পরিধির মধ্যে কার্যরত কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৬১) "উপধারা" বলিতে যে ধারায় ঐ শব্দটি থাকে সেই ধারার কোন উপধারা বুঝাইবে ;

(৬২) "শপথ করা", উহার ব্যাকরণগত রূপান্তরসমূহ ও সমোদ্ভব কথাগুলি সহ, যে ব্যক্তিগণ শপথ করিবার পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা বা ঘোষণা করিতে বিধিদ্বারা অনুমত সেই ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে, প্রতিজ্ঞা করা বা ঘোষণা করাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৬২ক) "সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র" বলিতে সংবিধানের প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র বুঝাইবে এবং উহা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত, কিন্তু ঐ তফসিলে বিনির্দিষ্ট নহে এরূপ, অন্য যেকোন রাজ্যক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৬৩) "জলযান" কোন জাহাজ বা নৌকা অথবা নৌবহনে ব্যবহৃত অন্য যে কোন প্রকারের জলযানকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৬৪) "উইল" কোন ক্রোড়পত্র এবং যে লিখন দ্বারা সম্পত্তির স্বেচ্ছাকৃত মরণোত্তর বিলিব্যবস্থাপন কৃত হয় সেরূপ প্রত্যেক লিখনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৬৫) যে কথাগুলি "লিখন"-এর প্রতি নির্দেশ করে সেই কথাগুলির এইভাবে অর্থান্বয় করিতে হইবে যে সেগুলি মুদ্রণ, লিথোমুদ্রণ, আলোকচিত্রণ এবং দৃশ্যমান আকারে শব্দসমূহ প্রতিরূপিত বা প্রত্যুৎপাদিত করিবার অন্যান্য পদ্ধতির প্রতি নির্দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে ; এবং

(৬৬) "বৎসর" বলিতে বৃটিশ পঞ্জী অনুসারে গণিত বৎসর বুঝাইবে।

পূর্বের অধিনিয়মসমূহে পূর্বগামী সংজ্ঞার্থসমূহের প্রয়োগ।

৪। (১) ৩ ধারায় প্রদত্ত নিম্নলিখিত শব্দসমূহ ও কথাগুলির অর্থাৎ, "শপথ পত্র", "ব্যারিস্টার", "জেলা জজ", "পিতা", "স্থাবর সম্পত্তি", "কারাবাস", "ম্যাজিস্ট্রেট", "মাস", "অস্থাবর সম্পত্তি", "শপথ", "ব্যক্তি", "ধারা", "পুত্র", "শপথ করা", "উইল" এবং "বৎসর"-এর সংজ্ঞার্থসমূহ, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে, তেসরা জানুয়ারি, ১৮৬৮ তারিখের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হয়।

(২) উক্ত ধারায় প্রদত্ত নিম্নলিখিত শব্দসমূহ ও কথাগুলির অর্থাৎ, "অপসহায়তা করা", "অধ্যায়", "প্রারম্ভ", "আর্থিক বৎসর", "স্থানীয় প্রাধিকারী", "অধ্যক্ষ", "অপরাধ", "ভাগ", "লোক-উৎপাত",

"রেজিস্ট্রিকৃত", "তফসিল", "জাহাজ", "স্বাক্ষর করা", "উপধারা" এবং "লিখন"-এর সংজ্ঞার্থসমূহ, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে, চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হয়।

ভারতীয় বিধি-সমূহের প্রতি কোন কোন সংজ্ঞার্থের প্রয়োগ।

৪ক। (১) ৩ ধারায় প্রদত্ত "বৃটিশ ভারত", "কেন্দ্রীয় আইন", "কেন্দ্রীয় সরকার", "মুখ্য নিয়ন্ত্রক রাজস্ব প্রাধিকারী", "মুখ্য রাজস্ব প্রাধিকারী", "সংবিধান", "গেজেট", "সরকার", "সরকারী প্রতিভূতিসমূহ", "হাইকোর্ট", "ভারত", "ভারতীয় বিধি", "ভারতীয় রাজ্য", "বিলয়িত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ", "সরকারী গেজেট", "ভাগ ক রাজ্য", "ভাগ খ রাজ্য", "ভাগ গ রাজ্য", "প্রাদেশিক সরকার", "রাজ্য" এবং "রাজ্য সরকার"—এই কথাগুলির সংজ্ঞার্থসমূহ, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে, সকল ভারতীয় বিধির প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

(২) যে কোন ভারতীয় বিধিতে, কেন্দ্রীয় সরকারের বা কোন রাজ্যসরকারের রাজস্বের প্রতি নির্দেশ, তাহা যে শব্দাকারেই হউক না কেন, পয়লা এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখে ও তদবধি ভারতের সঞ্চিত নিধির বা, স্থলবিশেষে, রাজ্যের সঞ্চিত নিধির প্রতি নির্দেশ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

## অর্থান্বয়নের সাধারণ নিয়মাবলী

অধিনিয়মের ক্রিয়াশীল হওয়া।

৫। (১) যে ক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় আইন কোন বিশিষ্ট দিনে ক্রিয়াশীল হইবে বলিয়া ব্যক্ত না থাকে, সে ক্ষেত্রে উহা সেই দিন ক্রিয়াশীল হইবে যেদিন উহা,—

(ক) সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনের ক্ষেত্রে, গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি প্রাপ্ত হইবে, এবং

(খ) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হইবে।

(২) [ নিরসিত। ]

(৩) বিপরীতার্থক কিছু ব্যক্ত না থাকিলে, কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম, উহার প্রারম্ভের পূর্ববর্তী দিনের অবসান হইবামাত্র ক্রিয়াশীল হয় বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

৫ক। [ নিরসিত। ]

নিরসনের ফল।

৬। যে ক্ষেত্রে এই আইন, অথবা এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম, এতদবধি প্রণীত বা অতঃপর

প্রণেতব্য কোন অধিনিয়ম নিরসিত করে, সেক্ষেত্রে কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐ নিরসন—

(ক) যে সময়ে ঐ নিরসন কার্যকর হয় সেই সময়ে বলবৎ বা বিদ্যমান নহে এরূপ কোন কিছু পুনরুজ্জীবিত করিবে না ; অথবা

(খ) ঐরূপে নিরসিত কোন অধিনিয়মের পূর্বকালীন ক্রিয়াশীলতাকে অথবা তদনুযায়ী যথাযথভাবে কৃত বা অবসহিত কোন কিছুকে প্রভাবিত করিবে না ; অথবা

(গ) ঐরূপে নিরসিত কোন অধিনিয়ম অনুযায়ী অর্জিত, উদ্ভূত, বা উপগত কোন অধিকার, বিশেষাধিকার, দায়িত্ব বা দায়িতাকে প্রভাবিত করিবে না ; অথবা

(ঘ) ঐরূপে নিরসিত কোনও অধিনিয়মের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে উপগত কোন দণ্ড, বাজেয়াপ্তি বা শাস্তিকে প্রভাবিত করিবে না ; অথবা

(ঙ) পূর্বোক্তরূপ কোনও অধিকার, বিশেষাধিকার, দায়িত্ব, দায়িতা, দণ্ড, বাজেয়াপ্তি বা শাস্তি সম্পর্কে কোন তদন্ত, বৈধিক কার্যবাহ বা প্রতিবিধানকে প্রভাবিত করিবে না ;

এবং যেন ঐ নিরসন আইন বা প্রনিয়ম গৃহীত হয় নাই এইভাবে, এরূপ কোন তদন্ত, বৈধিক কার্যবাহ বা প্রতিবিধান দায়ের করিতে, চালাইয়া যাইতে বা বলবৎ করিতে পারা যাইবে এবং ঐরূপ কোন দণ্ড, বাজেয়াপ্তি বা শাস্তি আরোপ করিতে পারা যাইবে।

আইন বা প্রনিয়মে পাঠগত সংশোধন করিবার আইনের নিরসন।

৬ক। যেক্ষেত্রে এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম এরূপ কোন অধিনিয়ম নিরসিত করে যদ্দ্বারা কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের পাঠ কোনও বিষয়ের ব্যক্ত বর্জন, সন্নিবেশন বা প্রতিস্থাপন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে, কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐ নিরসন, ঐরূপে নিরসিত ঐ অধিনিয়ম দ্বারা কৃত এবং ঐরূপ নিরসনের সময়ে ক্রিয়াশীল ঐরূপ কোন সংশোধনের চালু থাকিয়া যাওয়া প্রভাবিত করিবে না।

নিরসিভ অধিনিয়ম পুনরুজ্জীবিত-করণ।

৭। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, সমগ্রতঃ বা অংশতঃ নিরসিত কোন অধিনিয়ম হয় সমগ্রতঃ অথবা অংশতঃ পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, ঐ উদ্দেশ্য ব্যক্তভাবে বিবৃত করা আবশ্যক হইবে।

(২) এই ধারা তেসরা জানুয়ারী, ১৮৬৮ তারিখের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

নিরসিত অধিনিয়মের উল্লেখের অর্থান্বয়ন।

৮। (১) যেক্ষেত্রে এই আইন, অথবা এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম কোন পূর্ববর্তী অধিনিয়মের কোন বিধান নিরসিত এবং, সংপরিবর্তন সহ বা ব্যতীত, পুনর্বিধিবদ্ধ করে, সে ক্ষেত্রে অন্য কোন অধিনিয়মে বা কোন সাধনপত্রে ঐরূপে নিরসিত বিধানের উল্লেখ, কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐরূপে পুনর্বিধিবদ্ধ বিধানের উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে পনরই আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখের পূর্বে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কোন আইন কোন পূর্ববর্তী অধিনিয়মের কোন বিধান নিরসিত এবং, সংপরিবর্তন সহ বা ব্যতীত, পুনর্বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, সেক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় আইনে অথবা কোন প্রনিয়মে বা সাধনপত্রে ঐরূপে নিরসিত বিধানের উল্লেখ, কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐরূপে পুনর্বিধিবদ্ধ বিধানের উল্লেখ রূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

সময়ের প্রারম্ভ ও অবসান।

৯। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, কোন দিন পরম্পরার বা অন্য কোন সময়সীমার প্রথম দিনটিকে বাদ দিবার উদ্দেশ্যে "হইতে" শব্দটি ব্যবহার করা, এবং কোন দিন পরম্পরার বা অন্য কোন সময়সীমার সর্বশেষ দিনটিকে অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে "পর্যন্ত" শব্দটি ব্যবহার করাই যথেষ্ট হইবে।

(২) এই ধারা তেসরা জানুয়ারি, ১৮৬৮ তারিখের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

সময়ের সংগণনা।

১০। (১) যেক্ষেত্রে, এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন কার্য বা কার্যবাহ কোন নির্দিষ্ট দিনে বা কোন বিহিত সময়সীমার মধ্যে কোন আদালতে বা করণে কৃত বা গৃহীত হইবার জন্য নির্দেশিত বা অনুমত হয়, সেক্ষেত্রে যদি ঐ আদালত বা করণ সেই দিনে অথবা ঐ বিহিত সময়সীমার সর্বশেষ দিনে বন্ধ থাকে, তাহা হইলে, অব্যবহিত পরবর্তী যেদিন ঐ আদালত বা করণ খোলা থাকে, সেই দিনে ঐ কার্য বা কার্যবাহ কৃত

বা গৃহীত হইলে তাহা যথাসময়ে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে :

তবে, এই ধারার কোন কিছুই যে কার্যের বা কার্যবাহের প্রতি ভারতীয় তামাদি আইন, ১৮৭৭ প্রযুক্ত হয়, সেই কার্যের বা কার্যবাহের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। ১৮৭৭-এর ১৫।

(২) এই ধারা চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের ও প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

দূরত্বের পরিমাপন।

১১। এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের প্রয়োজনার্থে, কোন দূরত্বের পরিমাপনে, ঐ দূরত্ব, কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, আনুভূমিক সমতলের উপর সরল রেখায় পরিমাপিত হইবে।

অধিনিয়মে শুল্ক আনুপাতিক বলিয়া ধর্তব্য।

১২। যেক্ষেত্রে, এখন বলবৎ আছে বা অতঃপর বলবৎ হইবে এরূপ কোন অধিনিয়ম দ্বারা, কোন বহিঃশুল্ক বা অন্তঃশুল্ক অথবা ঐরূপ প্রকৃতির কোন শুল্ক, কোন মাল বা বাণিজ্যপণ্যের ওজন, পরিমাপ বা মূল্য অনুসারে প্রদত্ত পরিমাণের উপর উদ্‌গ্রহণীয় হয়, সেক্ষেত্রে কোন অধিকতর বা ন্যূনতর পরিমাণের উপর অনুরূপ শুল্ক একই হারে উদ্‌গ্রহণীয় হইবে।

লিঙ্গ ও বচন।

১৩। সকল কেন্দ্রীয় আইনে ও প্রনিয়মে, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কোনকিছু না থাকিলে,—

(১) পুংলিঙ্গ বাচক শব্দসমূহ স্ত্রীজাতিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া ধরিতে হইবে ; এবং

(২) শব্দের একবচন বহুবচনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং বহুবচন একবচনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৩ক। [ নিরসিত। ]

## ক্ষমতাসমূহ ও কৃত্যনির্বাহিগণ

প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ সময়ে সময়ে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১৪। (১) যেক্ষেত্রে, এই আইনের প্রারম্ভের পরে, প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে, কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐ ক্ষমতা সময়ে সময়ে, ক্ষেত্রানুযায়ী যথা আবশ্যক, প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

(২) এই ধারা চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের ও প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পদাধিকার নিযুক্তির ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৫। যেক্ষেত্রে, কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন পদ পূরণ করিবার জন্য বা কোন কৃত্য নির্বাহ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে, অন্যথা ব্যক্তরূপে ব্যবস্থিত না থাকিলে, ঐরূপ কোন নিযুক্তি, যদি উহা এই আইনের প্রারম্ভের পর কৃত হয়, তাহা হইলে, হয় নামে অথবা পদাধিকার হেতু হইতে পারিবে।

নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নিলম্বিত বা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৬। যেক্ষেত্রে, কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন নিযুক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে, কোন ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, তৎসময়ে যে প্রাধিকারীর ঐ নিযুক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে, সেই প্রাধিকারীর ঐ ক্ষমতার প্রয়োগে নিজ কর্তৃক বা অন্য কোন প্রাধিকারী কর্তৃক নিযুক্ত যেকোন ব্যক্তিকে নিলম্বিত করিবার বা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও থাকিবে।

কৃত্যনির্বাহিগণের প্রতিস্থাপন।

১৭। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পর প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, তৎসময়ে কোন পদের কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমুচ্চয়ের প্রতি কোন বিধির প্রয়োগ সূচিত করিবার উদ্দেশ্যে, বর্তমানে ঐ কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী আধিকারিকের, অথবা যে আধিকারিক কর্তৃক ঐ কৃত্যসমূহ সাধারণতঃ নির্বাহিত হইয়া থাকে তাঁহার, পদীয় নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হইবে।

(২) এই ধারা তেসরা জানুয়ারি, ১৮৬৮ তারিখের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

উত্তরবর্তিগণ।

১৮। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পর প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, কোন কৃত্যনির্বাহিগণের বা নিরবিচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম-সম্পন্ন নিগমসমূহের উত্তরবর্তিগণের সহিত কোন বিধির সম্বন্ধ সূচিত করিবার উদ্দেশ্যে, ঐ কৃত্যনির্বাহিগণের বা নিগমসমূহের সহিত উহার সম্বন্ধ ব্যক্ত করাই যথেষ্ট হইবে।

(২) এই ধারা তেসরা জানুয়ারি, ১৮৬৮ তারিখের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

করণের প্রধান ও অধস্তন।

১৯। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পর প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, কোন করণের প্রধান বা ঊর্ধ্বতনের সহিত

সম্পর্কিত কোন বিধি, যে উপ-পদস্থগণ বা অধস্তনগণ তাঁহাদের উর্ধ্বতনের স্থলে ঐ পদের কর্তব্যসমূহ বিধিসম্মতভাবে সম্পাদন করিতেছেন, সেই উপ-পদস্থগণের বা অধস্তনগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে ইহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উর্ধ্বতনের কর্তব্য বিহিত করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট হইবে।

(২) এই ধারা তেসরা জানুয়ারি, ১৮৬৮ তারিখের পরে প্রণীত সকল কেন্দ্রীয় আইনের এবং চৌদ্দই জানুয়ারি, ১৮৮৭ তারিখে বা তাহার পরে প্রণীত সকল প্রনিয়মের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

অধিনিয়মের অধীনে প্রণীত আদেশ, নিয়ম, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান

অধিনিয়মের অধীনে নির্গমিত প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদির অর্থাম্বয়ন।

২০। যেক্ষেত্রে, কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, নিয়ম, ফরম বা উপবিধি নির্গমিত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে যদি ঐ প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, নিয়ম, ফরম বা উপবিধি এই আইনের প্রারম্ভের পর প্রণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে, ঐ প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, নিয়ম, ফরম বা উপাবধিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহের সেই সেই অর্থই হইবে উহাদের যে যে অর্থ ঐ ক্ষমতা প্রদায়ী আইনে বা প্রনিয়মে আছে।

প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নিয়ম বা উপবিধি নির্গমিত করিবার ক্ষমতা উহাতে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন করিবার বা উহা প্রত্যাহরণ করিবার ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

২১। যেক্ষেত্রে, কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নিয়ম, বা উপবিধি নির্গমিত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা ঐরূপে নির্গমিত কোন প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নিয়ম বা উপবিধিতে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন করিবার বা উহা প্রত্যাহরণ করিবার সেই ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহা অনুরূপ প্রণালীতে এবং অনুরূপ মঞ্জুরি ও শর্ত (যদি কিছু থাকে) সাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য।

অধিনিয়ম গৃহীত হওয়া ও উহার প্রারম্ভ হওয়ার মধ্যে নিয়ম বা উপবিধির প্রণয়ন এবং আদেশের নির্গমন।

২২। যেক্ষেত্রে, গৃহীত হইবামাত্র বলবৎ হইবে না এরূপ কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম দ্বারা, ঐ আইন বা প্রনিয়মের প্রয়োগ সম্পর্কে, অথবা তদনুযায়ী কোন আদালত বা করণের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অথবা কোন বিচারক বা আধিকারিকের নিযুক্তি সম্পর্কে অথবা ঐ আইন বা প্রনিয়ম অনুযায়ী কোন কিছু যে ব্যক্তি দ্বারা, বা যে সময়ে, যে স্থানে বা যে প্রণালীতে, বা যে ফী-এর জন্য করিতে হইবে তৎসম্পর্কে, কোন নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অথবা কোন আদেশ

নির্গমিত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা ঐ আইন বা প্রনিয়ম গৃহীত হইবার পর যেকোন সময়ে প্রয়োগ করা যাইবে ; কিন্তু ঐরূপে প্রণীত বা নির্গমিত নিয়ম, উপবিধি বা আদেশ ঐ আইন বা প্রনিয়মের প্রারম্ভ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

**পূর্ব-প্রকাশনান্তর নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়নে প্রযোজ্য বিধানসমূহ।**

২৩। যেক্ষেত্রে, কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়মের দ্বারা, কোন নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, ঐ নিয়ম বা উপবিধি পূর্ব প্রকাশানন্তর প্রণীত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে, দেওয়া হইবে বলিয়া ব্যক্ত হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে, যথা—

(১) ঐ নিয়ম বা উপবিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাধিকারী, ঐগুলি প্রণয়নের পূর্বে, প্রস্তাবিত নিয়ম বা উপবিধিসমূহের একটি খসড়া, যে ব্যক্তিগণের তদ্দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভাব্য তাহাদের অবগতির জন্য, প্রকাশিত করিবেন ;

(২) সেই প্রকাশনা ঐ প্রাধিকারী যেরূপ পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য করেন সেরূপ প্রণালীতে, অথবা যদি পূর্ব প্রকাশনা সম্পর্কিত শর্ত সেরূপে অনুজ্ঞাত করে, তাহা হইলে, সংশ্লিষ্ট সরকার যেরূপ বিহিত করেন সেরূপ প্রণালীতে, করিতে হইবে ;

(৩) যে তারিখে বা তারিখের পরে ঐ খসড়া বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে সেই তারিখ বিনির্দিষ্ট করিয়া একটি নোটিস ঐ খসড়ার সহিত প্রকাশিত করিতে হইবে ;

(৪) ঐ নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাধিকারী এবং, যেক্ষেত্রে ঐ নিয়ম বা উপবিধি অন্য কোন প্রাধিকারীর মঞ্জুরি অনুমোদন বা সম্মতিপূর্বক প্রণয়ন করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে সেই প্রাধিকারীও এরূপ কোন আপত্তি বা অভিকল্প বিবেচনা করিবেন যাহা ঐ নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাধিকারী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ খসড়া সম্পর্কে ঐরূপে বিনির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

(৫) পূর্ব প্রকাশনান্তর নিয়ম বা উপবিধি প্রণয়ন করিবার কোন ক্ষমতার প্রয়োগে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত কোন নিয়ম বা উপবিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে তাহা ঐ নিয়ম বা উপবিধি যে যথাযথভাবে প্রণীত হইয়াছে তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ হইবে।

নিরসিত ও পুন-বিধিবদ্ধ অধিনিয়ম অনুযায়ী প্রচারিত আদেশ, ইত্যাদির চালু থাকিয়া যাওয়া।

২৪। যেক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম এই আইনের প্রারম্ভের পরে নিরসিত হয় ও সংপরিবর্তন সহ বা ব্যতীত পুনর্বিধিবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে, ব্যক্তভাবে অন্যথা ব্যবস্থিত না থাকিলে, ঐ নিরসিত আইন বা প্রনিয়ম অনুযায়ী কৃত বা নির্গমিত, যে কোন নিযুক্তি, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, নিয়ম, ফরম বা উপবিধি, যতদূর পর্যন্ত উহা পুনর্বিধিবদ্ধ বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস নহে ততদূর পর্যন্ত, বলবৎ থাকিয়া যাইবে। এবং ঐরূপে পুনর্বিধিবদ্ধ বিধানসমূহ অনুযায়ী কৃত বা নির্গমিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না ও যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা ঐরূপে পুনর্বিধিবদ্ধ বিধানসমূহ অনুযায়ী কৃত বা নির্গমিত কোন নিযুক্তি, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, নিয়ম, ফরম বা উপবিধি দ্বারা অধিক্রান্ত হয়, এবং যখন কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম, যাহা তফসিলি জেলা আইন, ১৮৭৪-এর ৫ ধারা বা ৫ক ধারা অনুযায়ী অথবা অনুরূপ কোন বিধি অনুয়ায়ী কোন প্রজ্ঞাপনদ্বারা কোন স্থানীয় অঞ্চলে প্রসারিত করা হইয়াছে তাহা, পরবর্তী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐরূপ অঞ্চল বা উহার কোন অংশ হইতে প্রত্যাহৃত ও তথায় পুনরায় প্রসারিত করা হইয়া থাকে, তখন ঐরূপ আইন বা প্রনিয়মের বিধানসমূহ, এই ধারার অর্থে, ঐরূপ অঞ্চলে বা অংশে নিরসিত ও পুনর্বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ১৮৭৪-এর ১৪।

## বিবিধ

জরিমানা আদায়।

২৫। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৬৩ হইতে ৭০ ধারা এবং জরিমানা-সমূহ উদ্‌গ্রহণের জন্য ওয়ারেণ্ট জারিকরণ ও নিষ্পাদন সম্পর্কে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার তৎসময়ে বলবৎ বিধানসমূহ, যে কোন আইন, প্রনিয়ম, নিয়ম বা উপবিধি অনুযায়ী আরোপিত সকল জরিমানার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে, যদি না ঐ আইন, প্রনিয়ম, নিয়ম বা উপবিধি তদ্বিপরীত কোন ব্যক্ত বিধান অন্তর্ভূত করে। ১৮৬০-এর ৪৫। ১৮৯৮-এর ৫।

দুই বা ততোধিক অধিনিয়ম অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে বিধান।

২৬। যেক্ষেত্রে কোন কার্য বা অকৃতি দুই বা ততোধিক অধিনিয়ম-অনুযায়ী কোন অপরাধ গঠন করে, সেক্ষেত্রে অপরাধকারী ঐ দুই বা ততোধিক অধিনিয়মের ভিতর কোন একটি বা যে কোন একটি অনুযায়ী অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবে, কিন্তু একই অপরাধের জন্য দুইবার দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবে না।

ডাকযোগে জারি-করণের অর্থ।

২৭। যেক্ষেত্রে এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইন বা প্রনিয়ম কোন দস্তাবেজ ডাকযোগে জারি করা প্রাধিকৃত বা অনুজ্ঞাত করে, সেখানে "জারি" কথাটি অথবা "প্রদান" বা "প্রেরণ" কথা দুইটির যেকোনটি অথবা অন্য যে কোন কথাই ব্যবহৃত হউক না কেন, সেক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐ দস্তাবেজ সংবলিত একটি পত্র যথোপযুক্তভাবে ঠিকানা লিখিয়া ও পূর্বে মাশুল প্রদান করিয়া, এবং রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া, উহার জারিকরণ সাধিত হয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং এতদ্বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, ঐ জারিকরণ সেই সময়ে সাধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যে সময়ে ঐ পত্র ডাকের সাধারণ অনুক্রমে বিলি করা হইত।

অধিনিয়মের প্রোদ্ধৃতি।

২৮। (১) কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, এবং ঐরূপ কোন আইন বা প্রনিয়ম অনুযায়ী, অথবা এতদ্দুল্লেখক্রমে, প্রণীত কোন নিয়ম, উপবিধি, সাধনপত্র বা দস্তাবেজে, কোন অধিনিয়ম, তদুপরি প্রদত্ত নাম বা সংক্ষিপ্ত নাম ( কোন থাকিলে তাহা ) উল্লেখ করিয়া অথবা উহার সংখ্যা ও বৎসর উল্লেখ করিয়া, প্রোদ্ধৃত করা যাইবে, এবং কোন অধিনিয়মের যে কোন বিধান, ঐ অধিনিয়মের যে ধারা বা উপধারায় ঐ বিধান অন্তর্ভূত থাকে সেই ধারা বা উপধারা উল্লেখ করিয়া, প্রোদ্ধৃত করা যাইবে।

(২) এই আইনে এবং এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন কেন্দ্রীয় আইনে বা প্রনিয়মে, অন্য কোন অধিনিয়মের কোন অংশের বর্ণনা বা প্রোদ্ধৃতি, ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, ঐ বর্ণনা বা প্রোদ্ধৃতির অন্তর্গত অংশের আরম্ভসূচক ও সমাপ্তিসূচক রূপে বর্ণিত বা উল্লিখিত শব্দ, ধারা বা অন্য ভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

পূর্ববর্তী অধিনিয়ম, নিয়ম ও উপবিধির ব্যাবৃত্তি।

২৯। এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত, আইন, প্রনিয়ম, নিয়ম বা উপবিধির অর্থান্বয়ন সম্পর্কিত এই আইনের বিধানসমূহ এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে প্রণীত কোনও আইন, প্রনিয়ম, নিয়ম বা উপবিধির অর্থান্বয়ন প্রভাবিত করিবে না, যদিও ঐ আইন, প্রনিয়ম, নিয়ম বা উপবিধি এই আইনের প্রারম্ভের পরে প্রণীত কোন আইন, প্রনিয়ম, নিয়ম বা উপবিধির দ্বারা চালু রাখা হইয়া থাকে বা সংশোধিত হইয়া থাকে।

অধ্যাদেশসমূহে আইনের প্রয়োগ।

৩০। এই আইনে "কেন্দ্রীয় আইন" কথাটি, ৫ ধারা ভিন্ন, যেস্থলেই থাকে সেস্থলে উহা এবং ৩ ধারার (৯), (১৩), (২৫), (৪০), (৪৩), (৫২) ও (৫৪) প্রকরণে এবং ২৫ ধারায় "আইন" শব্দটি গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক ভারতীয় পরিষদ আইন, ১৮৬১-র ২৩ ধারা বা ভারত শাসন আইন, ১৯১৫-র ৭২ ধারা বা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রণীত ও প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশকে এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪ ও ২৫ ভিক্টোরিয়া, অধ্যায়—৬৭। ৫ ও ৬ জর্জ ৫, অধ্যায় ৬১।২৬ জর্জ ৫, অধ্যায় ২।

৩০ ক। [ নিরসিত। ]

৩১। [ নিরসিত। ]

তফসিল—[ নিরসিত। ]